মূল্য : ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ভক্তবৎসল
শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব

৫৬ বর্ষ ❀ ১০ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী সংখ্যা ❀ বৈশাখ, ১৪২৬ ❀ মে, ২০১৯

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৭৬৮৫, ৯৯০৩০৬৫২৬২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, মোঃ-9435179292
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪
আসাম-৯৭০৬৫৭২৩১, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত।	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। ভক্তসঙ্গই কৃষ্ণ ভক্তি লাভের একমাত্র সুগম পথ	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ।	৫
৪। শরণাগতি শিক্ষা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ।	৬
৫। শ্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কিছু কথা	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ।	৮
৬। মহারাজ চিত্রকেতু	পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে।	১০
৭। গৌরকথা সপ্তাহ বিবরণ	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ।	১২
৮। প্রচার প্রসঙ্গ	—	১৫
৯। আসুন! সহজে সংস্কৃত, ভক্তিশাস্ত্রী, ইংরাজী ও মৃদঙ্গবাদন শিখন	—	১৮
১০। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা মহোৎসব	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫৬ বর্ষ ❀ ১০ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী সংখ্যা ❀ বৈশাখ, ১৪২৬ ❀ মে, ২০১৯

সারকথা

**নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২২।১৫৯)

**কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' যে করয় ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২৩।৯)

**কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বর্হিমুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১১৭-১১৮)

**সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১২০)

**মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥
'শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান ॥
বেদশাস্ত্র কহে,—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ'-প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্তের সাধন ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১২২-১২৪)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গুরুবৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছু করেন না। গুরুবৈষ্ণসেবার অর্থ—তাঁহাদিগকে ভগবৎসেবায় সহায়তা করা—সাধুগুরুর আজ্ঞা নির্বিচারে সানন্দে পালন করা। এজন্য সর্বাবস্থায় গুর্বানুগত্য প্রয়োজন। গুর্বানুগত্য বাদ দিয়া নিজে নিজে কৃষ্ণ-সেবা করিবার দাম্ভিকতা করিলে অসুবিধা হয়। গুরুকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিলে সর্বনাশ হয়। 'আমি হরিসেবা করি'—এটা কেবল দাম্ভিকতা। দাম্ভিকতাই পতনের প্রথম কারণ ও প্রধান কারণ। গুরুবৈষ্ণবের ছিদ্র দেখিলে সর্বনাশ অনিবার্য। গুরুসেবা ব্যতীত জীবের কিছুতেই সুবিধা বা মঙ্গল হইবে না।

নিজ সুখের জন্য ব্যস্ত হইলে অমঙ্গল হয়। ঐকান্তিক না হইলে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুসেবা না করিলে ঐকান্তিক হওয়া যায় না। গুরুবৈষ্ণবসেবা ব্যতীত মায়াবদ্ধ জীবের পরিত্রাণ লাভের জন্য কোন উপায় নাই।

প্রঃ—শ্রীরাধারাণী কি মূল গুরু?

উঃ—হ্লাদিনীস্বরূপ পরাশক্তি শ্রীরাধিকাই সকল ভক্তের গুরু। এমন কি, শ্রীরাধা কৃষ্ণেরও গুরু—কৃষ্ণ তাঁহার শিষ্য হইয়া নটের কার্য্য শিক্ষা করেন।

শুদ্ধভক্তগণ অর্থাৎ মধুররস ব্যতীত অন্যান্য রসের ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মূল গুরু বলিয়া জানেন। কিন্তু মধুররসের রসিকগণের মূল গুরু হলেন—শ্রীরাধিকা।

প্রঃ—আমাদের ভগবদনুভূতি হচ্ছে না কেন?

উঃ—ভগবৎসেবক জীব ভগবান ও ভক্তের সঙ্গ ও সেবা অনুক্ষণ না করলে কি করে ভগবদনুভূতি হবে? আমরা সাংসারিক বা জাগতিক ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকলে জগদীশ্বরের সাড়া কি করে পাব? বর্তমানে দুষ্ট আশার বশবর্ত্তী হয়ে আমাদের এমন একটা দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছে যে, এ জগতের সঙ্গে আমাদের ভারী কাজ পরে গেছে Original fountain Head হতে দূরে সরে পড়ে আমাদের এরূপ অসদ্বুদ্ধি হয়েছে। চোরা বালির উপর পা দিলে যেমন পা বসে যায়, সে এইরূপ treacherous soil-রূপ phenomena-র উপর নির্ভর করে আমরা ডুবে যাচ্ছি। আমরা কৃষ্ণোন্মুখী না হয়ে দুষ্টাশয়বিশিষ্ট হয়ে বহির্মুখ চেষ্টার দ্বারা সময় কাটাচ্ছি। বিষ্ণুমায়া আমাদিগকে ভোগী বা কর্মবীর করে আবদ্ধ করে দিচ্ছে। সুতরাং We should be cautious. We should require guidance at every step. আমরা খুব সাবধান হব। আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপে নিয়ামক অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের আনুগত্য বিশেষ প্রয়োজন।

ভগবৎসেবা অপেক্ষা ভক্তসেবা অধিক মঙ্গলপ্রদ। ভগবৎসঙ্গ অপেক্ষা ভক্তসঙ্গ দ্বারা জীবের বেশী উপকার হয়। ভগবানের স্থান অপেক্ষা ভক্তের স্থান অর্থাৎ গুরুগৃহ শুদ্ধভজনের অধিকতর অনুকূল। যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন—এসব কথাগুলি ভাল করে বুঝা দরকার। তা না করে আমরা যদি গুরুসেবায় উদাসীন হই, তা হলে সেবক হতে পারলাম না, অহঙ্কারী হয়ে গেলাম—বহির্জগতের চিন্তাস্রোতেই আবদ্ধ থাকলাম।

শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মের সেবার কথা ব্যতীত আর বড় কথা Theistic world-এ নাই। সুতরাং অধোক্ষজ-সেবা-বঞ্চিত হয়ে যাতে আধ্যক্ষিক হয়ে না পড়ি, তজ্জন্য সর্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করা দরকার। হরিভজনের প্রতি আমাদের তীব্র দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কারণ অনেক জন্ম কেটে গেছে অন্যান্য কার্যে। এই জন্মেই যাতে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন লাভ হয়, তদবিষয়ে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে। খুব সাবধান হয়ে আদর ও প্রীতির সহিত সর্বক্ষণ গুরুকৃষ্ণের সেবা করলে ভগবদনুভূতি হবেই হবে।

প্রঃ—এ জগতে এত দুঃখ আছে কেন?

উঃ—ভগবান বলেন—এত দুঃখ-কষ্ট, এত আপদ-বিপদ সাজিয়ে রেখেছি তোমাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য নহে, পরন্তু দুঃখটা অপ্রয়োজনীয়—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য, নিত্য প্রার্থনীয় সুখ, নিত্য বরণীয় আনন্দ অনুসন্ধানের জন্য।

প্রঃ—সুখী হইবার উপায় কি?

উঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মান্তিকে অবস্থিত হইলে অভয়, অশোক ও প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। সেবার দ্বারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ হয়। কায়মনোবাক্যে সর্বক্ষণ গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিলে অতি শীঘ্র গুরুকৃপা হয়। গুরু প্রসন্ন হইলে গুরুসেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ইহাই সর্বপেক্ষা অধিক মঙ্গল ও একমাত্র লাভ। *(ক্রমশঃ)*

ভক্তসঙ্গই কৃষ্ণ ভক্তি লাভের একমাত্র সুগম পথ

শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ
স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলকাতা।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করে আজ বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে এসেছি, কিসের জন্য?—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অসমোর্দ্ধ মহিমা গুণে গুণান্বিত হয়ে তাঁদের চরণকমলে এসে সেবা প্রার্থী হয়ে।

ঝুলন কথাটি শুনতে উপাদেয় সুন্দর কিন্তু এর অধিকার লাভ করতে জীবের সর্বতোভাবে লীলায়িত হওয়া উচিত, হলেও কিছু যেন অভাব থাকে। দ্বারকা মথুরা এসমস্ত স্থানে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা প্রকটিত হয়েছে তার মধ্যে সব থেকে গম্ভীর লীলা এ স্থানে প্রকটিত হয়েছে 'ঝুলন লীলা'। ঝুলন লীলা সবার চিত্তকে স্পর্শ করলেও সবার এতে অধিকার আসে না। অধিকার যখন আসে তখন বুঝতে হবে তারা গৌড়ীয়ার থেকেও উপরে। ভক্তিরাজ্যের মনোবিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে তাতে ঝুলন লীলা আসে প্রথম। ঝুলন লীলায় গোপগোপী, গো গোবর্দ্ধন এসব লীলাস্থলী উত্তীর্ণ হয়ে যায়, এ লীলা এরকম গম্ভীর। আমরা অতিশয় দীনহীন কাঙাল হয়ে যদি এ লীলাকারীর পদপ্রান্তে পৌঁছতে পারি বা পদপ্রান্তে আসি তাহলে এর কিছু অনুধাবন যোগ্যতা আসে। কিন্তু এ লীলায় যে আমরা সেবা করব সেরকম আশা প্রকাশ করতে পারি না কারণ, এত উচ্চাঙ্গের সেবা, এত মাধুর্য্য মণ্ডিত সেবা, এত সৌকর্য্য মণ্ডিত সেবা যে সেবাকারীর হৃদয় সেই পর্যায়ের না হলে সেবা করা যায় না। জগতে আমাদের গৌড়ীয় মঠের মতো আর একটা জায়গা নাই যেখানে এই লীলার সংবর্দ্ধনা হতে পারে। সেইজন্য আমরা সদা সর্বদা এই লীলার ধ্যান করে, এই লীলাকে প্রণাম করে যদি এই লীলায় অংশগ্রহণ করতে পারি তাহলে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করব। সেইজন্য মহাপ্রভুর ভক্তগণ বৈরাগ্য প্রধান, তারা যেভাবে এই লীলার সংগঠন করছেন তা অনুশীলন করার ভাগ্য খোলে যদি আমরা তাদের পদানুসরণ করি। প্রতেকটা লীলা মধুর রসকে Base করে। এখানে দেখা যায়, প্রত্যেক লীলাই High Class এর, একে যদি কেউ অনুধাবন করতে চায় এই লীলাই সম্যগ্। আমাদের গুরুবর্গ এখানে বসে কেমন করে এই লীলার অনুশীলন করতে হয় দেখিয়েছেন। এই লীলার সম্পদ, সেবা করলেই যে লাভ করা যাবে তা নয়। এখানে তাদের সন্তোষবিধান হলে তাদের সুখকর সেবা সম্পত্তি লাভ করলে তখন তাদের হৃদয় জুড়ে যে ভাবনা আসে সেই ভাবনা তাদের কৃপালুতা গুনে আমরা লাভ করতে পারি। ভগবান কৃপালু, ভগবান বরণোন্মুখ, ভগবান দিতে পারেন না এমন তো হয় না, তিনি দিতে পারেন এ কথাটা সত্য হবে যদি আমরা এসব লীলার অনুসন্ধান করি। যেমন—''কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'ভক্তসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥'' **ভক্তসঙ্গই কৃষ্ণভক্তি লাভের একমাত্র সুগম পথে অনুশীলন করবার উপায়।** ভক্তসঙ্গের ফলে অতিমর্ত্ত্য কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণের ইচ্ছায়, রাধাগোবিন্দের সদিচ্ছায় আর ভক্তের ইচ্ছায় লাভ হয়, এইটুকু আমরা বলতে পারি। কেমন করে লাভ হয় তা রহস্য। আমাদের বার্ষিক উৎসব শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এর প্রবর্তক। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পদছায়ায় আসতে পেরে আমরা ধন্য।

জগতের ভাগ্যে এসব কথা openly বলা যায় না কারণ যারা জানে না, মানে না, দিতে গেলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। এই কথার বশবর্তী হয়ে অপেক্ষা করতে করতে by chance কারো ভাগ্যে দর্শন করার ভাগ্য খুলে যায়, দর্শনকারীর সেবা পরিপাটী তাকে জগতে উচ্চ আসন দিয়েছেন। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবা, সেবা রাজ্যের রসের চরম কথা হচ্ছে কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণ—দুয়েরই সেবা। কৃষ্ণ সেবা এবং কৃষ্ণভক্তগণের সেবাই হচ্ছে আমাদের Final। জীবনে এর থেকে Final আর আমাদের কিছু নাই। 'মাধব দয়িত রাধা' এই তত্ত্বকে সাবধানে স্মরণীয় বস্তু করলে এবং 'বহুভি মিলিত্বা' না হলেও আমরা সেবা সৌকর্য্যকে শিক্ষা করতে পারি। শ্রীগৌরসুন্দর অতিশয় মোহনীয় এবং শ্রীশ্যামসুন্দর এই দুয়ের লীলার দ্বারা সবার চিত্তকে মোহন করে দিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। মোহনীয় কৃষ্ণ মোহনীয় ভাব তাঁর,

মোহনীয় গৌড়ীয় ভক্তগণের যে সাধন তারা এই আনন্দের রসের শেষ সীমায় পৌঁছে যায় এবং এই লীলার অনুক্ষণ স্মরণ, বন্দন কীর্তন করলে প্রেম সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণলীলার সর্বোত্তম সীমায় পৌঁছে যায়, তাই আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই। অনেক লীলা, অনেক ভক্ত এবং অনেক কীর্তন, সেইসব ভক্তের গ্রন্থির গ্রন্থের যে রচনার সম্ভার সে সব যদি আদর পূর্বক অনুশীলন করি তবে আমাদের জীবন সার্থক। এই একমাস যদি আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলা, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রভাবিত আবির্ভাবিত লীলার যদি অনুশীলন করি তাহলে কিছুদিনের মধ্যে এই চমৎকারিতা আমাদের হৃদয়ে জাগবে, আর সেবার অধিকার পাওয়া যায় না, যদি না গুরুপাদপদ্মে কৃপা ভিক্ষা না করা হয়। ❑

শরণাগতি শিক্ষা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ
(কথা প্রসঙ্গে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর)
স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, তাং-২৮-১১-২০১৮

শ্রীল নিবাস আচার্য্য প্রভু ষড়্গোস্বামীগণের বন্দনা করতে গিয়ে বলেছেন—''ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ'' বন্দে রূপ-সনাতনৌ-রঘুযুগৌ-শ্রীজীব-গোপালকৌ।

ভগবান তিনি শরণাগতকে আশ্রয়দান করেন তাই তাঁর এক নাম শরণ্যকৃষ্ণ। তাঁর চরণদ্বয় অশোক, অভয় এবং অমৃতের আধার। জীব তাঁর চরণে শরণ নিলে সমস্ত প্রকার দুঃখ, ক্লেশ, শোক, মোহ থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং পরমানন্দ লাভ করতে পারে।

বহির্মুখ ও অনর্থগ্রস্ত সাধক মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নেওয়া উচিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ বা শরণাগতি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সম্পূর্ণ হয় না যদি কৃষ্ণভক্তের চরণে আশ্রয় বা শরণাগত না হওয়া যায়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনর্থগ্রস্থ সাধকের জন্য বহু কীর্ত্তন রচনা করে শরণাগতি শিখিয়েছেন এবং প্রথমেই তার দিগ্‌দর্শন দিয়েছেন—কোথায় শরণাগত হতে হবে বা শরণাগতির শিক্ষা কে দেবে?

''রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুহুঁ পদ ধরি ॥
''কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি তো অধম।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম ॥

—(ভঃ বিঃ গীঃ)

যারা জাগতিক সকল ধনকে ত্যাগ করে একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মরূপ ধনকে আশ্রয় করেছেন সেইরূপ সনাতনাদি ষড়্গোস্বামীগণ ত্রিভুবনে সকল জীবের আশ্রয়স্থল। শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হলে যেমন আনন্দ লাভ হয় তেমনি কৃষ্ণ প্রেমিক ষড়্গোস্বামীগণের চরণে শরণাগত হলে জীব তার দুঃখ, ক্লেশ থেকে নিবৃত্তি লাভ করে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যসেবা লাভ করতে পারবে। এঁনাদের চরণ ত্রিভুবনে সকল জীবের আশ্রয়স্থল, সর্বলোকের বন্দনীয়। তাঁরা স্বয়ং কৃষ্ণ চরণে শরণাগতির দৃষ্টান্ত, শরণাগতির খনি বা আকর।

শরণাগতি, সাধক জীবের প্রেমলাভের প্রথম সোপান ও সাধকের অলঙ্কার স্বরূপ। তাই মহাজনগণ বলেছেন—হে সাধক জীব! শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মের প্রেমসেবা লাভ করতে চাও তো ষড়্গোস্বামীগণের চরণে শরণ নাও। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীলগুরুদেবের চরণে শরণ নাও; নতুবা ব্রজবাস, সেবাপ্রাপ্তি কখনো সম্ভব নয়।

হে গুরুদেব! আমাদেরকে আপনার শ্রীচরণকমলে শরণাগত হওয়ার জন্য প্রেরণা, বুদ্ধি ও সামর্থ্য দান করুন।

আনুকূল্যস্য সংকল্প

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতে বলা হয়েছে—'ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেৎ নবলক্ষণা'। পিতা হিরণ্যকশিপুকে লক্ষ্য করে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বললেন এই নয় প্রকার অর্থাৎ নববিধা ভক্তি যদি ভগবান বিষ্ণুতে অর্পিত হয়ে মানে শরণাগত হয়ে করা হয় তবেই তা উত্তম।

শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ তিনি চিদ্‌বিজ্ঞানী, মহাপ্রভুর অনুগত ও প্রিয় পার্ষদ। ভক্তিসাধকের পথকে সুগম করবার জন্য 'শরণাগতি' ও 'গুরুসেবা'—এই দুটিকে তিনি সংযোজন করে একাদশবিধা ভক্তির কথা উল্লেখ করলেন। কেননা, যারা ভক্তিতে স্বাভাবিকভাবে রুচি প্রাপ্ত নয়

শরণাগতি ও গুরুসেবার দ্বারা তারা সহজেই রুচিলাভ করতে পারে। এছাড়া আর কোন পথ নাই। শ্রীলজীব গোস্বামীপাদের এ এক বিরাট আবিষ্কার।

সংসার জ্বালায় ক্লিষ্ট হয়ে ভয় বা ভীতিতে অথবা পূর্ব সুকৃতিবশতঃ যদি কোন জীবের এই জ্ঞানোদয় হয় যে 'কৃষ্ণ মোরে পালে রাখে সর্বথায়' অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার প্রভু আমি তাঁর দাস, তিনি আমাকে পালন করেন রক্ষা করেন—এই জ্ঞানে কৃষ্ণের চরণে নিজেকে অর্পণ করে দেন তিনিই শরণাগত। কৃষ্ণের চরণে শরণ নিয়ে ভক্তি শুরু করবেন যিনি, শরণাগতি তার প্রথম ধাপ। 'শরণাগতি' সাধকের প্রথম কৃত্য ও ভূষণ।

'বৈষ্ণবতন্ত্রে' শরণাগতির ছয়টি অঙ্গের কথা বর্ণিত হয়েছে—

'আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বিৰ্জ্জনম্
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।'

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি গৌড়ীয়দের গুরু। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগ শ্রীরূপ সনাতনাদি গৌড়ীয়গণের পরবর্তীকালে গৌড়ীয় ধারার পুনঃ প্রবর্ত্তক রূপে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। অনেক বিবেচনা করে গানের আকারে সহজবোধ্য করে নিজের অপ্রাকৃত অনুভবের ভাষা দিয়ে শরণাগতির ৩২টি কীর্ত্তন রচনা করেছেন। যারা ভক্তি বোঝেন না অথচ পূর্ব জন্মের সুকৃতিবশতঃ ভগবদ্ উদ্দেশ্যে কিছু কর্ম করেন যেমন—মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে, ঠাকুরের জন্য কিছু ফল নিয়ে দিল, মন্দির পরিক্রমা করল এসবকে ভক্তি বলা না গেলেও শাস্ত্রে একে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বা কর্মার্পণ বলা হয়েছে। শ্রীলগুরু মহারাজের ভাষায়—"তুমি ভক্তি মন্দিরের বাইরে থেকে কিছু করছ শরণাগত হয়ে নয় তাই যে কোনদিন ডিগবাজি খেয়ে যেতে পারো।" এইরকম ব্যক্তিদের ভক্তিতে রুচি আনবার জন্য একধাপ ঠেলে দেবে শরণাগতি। শরণাগত সাধককে কৃষ্ণ নিজের মনে করে।

ভক্তিরাজ্যে শরণাগত সাধকের জন্য প্রথম কথা শরণাগতির প্রথম অঙ্গ 'আনুকূল্যস্য সংকল্প' অর্থাৎ ভক্তির অনুকূল বিষয়ে সংকল্প গ্রহণ। অনুকূলটা কি? শাস্ত্র বলছেন—'অভীষ্ট দেবায় রোচমানা প্রবৃত্তি'। আমাদের আরাধ্যবস্তু হরি, কৃষ্ণ তাঁর ইন্দ্রিয়ের সুখবিধান করতে গিয়ে যা কিছু অনুকূল হয় তা গ্রহণ করবার সংকল্প নেওয়া। অনুকূলটা ইষ্টদেবের রোচমানা প্রবৃত্তি আর সংকল্প নেবে সাধক। কৃষ্ণ কি রকম পোশাক পরতে ভালোবাসেন, ভোগটা কিরকম হলে তাঁর সুখ হয়, কিভাবে কীর্ত্তন করলে, নৃত্য করলে তিনি সুখী হন, মহাপ্রভুর সুখ কিসে হয়, রাধাঠাকুরাণী কিসে সুখী হন—এইভাবে তাঁদের সুখান্বেষণ বৃত্তিটাই অনুকূল বিষয় বা তাঁদের আনুকূল্য করা। আনুকূল্য মানেই হুজুর বলে হাজির হয়ে যাওয়া তা নয়। সাধক যার আনুকূল্য করবেন যার আদেশ মেনে সেবা করবেন সে কোনটা ভালোবাসেন বা তাঁর আদেশ মেনে সেবা করলেও সেই সেবাটার মধ্যে তাঁর রুচিকর বিষয় আছে কি নেই সেটা বুঝতে পেরে সেবা করাই আনুকূল্য বা আনুগত্য করা।

আমার আরাধ্যদেব কৃষ্ণ তিনি তো আমার সাথে কথা বলেন না, তাহলে কি করে জানব কৃষ্ণের রুচি কিসে হবে? তখন আমাদের বিশেষ ভাবে বিচার করে দেখতে হবে। খুব সুক্ষ্ম বিচার, এখানে সাধকের স্বতন্ত্রতা, অহমিকা আরও অনেক সিদ্ধান্ত এনে উপস্থিত করবে। সেগুলো সরিয়ে দিয়ে গুরুদেব বৈষ্ণবঠাকুর এঁনাদের ইশারা, ইঙ্গিতের স্রোতের প্রবাহকে জেনে ঐ স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে হবে।

"তুয়া-ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি অনুকূল বলি তাহা ধরি ॥"

—(ভঃ বিঃ গীঃ)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এ অবস্থাতেও দিগ্‌দর্শন দিয়েছেন। প্রতিদিন সকাল থেকে উঠে আরতি দর্শন, পরিক্রমণ, অর্চন, আদি যে সকল সেবা করছি তাতে কার সুখ হচ্ছে, হরিদেব, গুরুদেব না বৈষ্ণব ঠাকুরের? যদি বৈষ্ণব ঠাকুরের সুখ হয় তাহলে তিনি গুরুদেবের সুখে সুখী। আবার গুরুদেব তিনি তাঁর সুখকে ভগবানের সুখের অনুকূলে চালনা করেন, ভগবানের সুখে তিনি সুখী। অতএব আমার সেবার সুখটা বৈষ্ণব ঠাকুর, গুরুদেবের মাধ্যমে হরিদেব গৌরহরির কাছে পৌঁছে যাবে। এদের তিনের মধ্যে একটা শৃঙ্খল (chain) আছে। একজনের রুচির সঙ্গে আরেকজনের রুচির মিল থাকবেই এবং যদি তিনজনের রুচি মিলে যায় একটা আনন্দ সৃষ্টি হবে। সে আনন্দটা শুধু ভগবান আরাধ্যদেব পাবেন তা নয়, যিনি সংকল্প নিয়েছেন সেই সাধকের মধ্যেও আসবে যারা সেই অনুকূল ক্রিয়ায়

অংশগ্রহণ করবেন তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে যাবে। সেই আনন্দটাই আনুকূল্যস্য সংকল্প। শ্রীলরূপগোস্বামীপাদ তাঁর 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে উত্তমা ভক্তি বলতে গিয়ে 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং' এর কথা বলেছেন।

এই আনুকূল্য শব্দটা যদি সাধক বুঝতে না পারে তাহলে শরণাগতির প্রথমেই বাধা পড়ে গেল। ভগবদ উদ্দেশ্যে সেবা করছি গুরু বৈষ্ণবগণ অনুমোদনও করছেন কিন্তু সেটা অনুকূল তখন, যখন তাদের হৃদয়ের ইচ্ছাটা বা আশয় যুক্ত হবে সেটাই অনুকূল। সেই অনুকূল বৃত্তিতে কৃষ্ণ অনুশীলন সাধকের প্রথম কৃত্য।

আর সেই অনুকূল বৃত্তিতে সেবা করবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করতে হবে সাধককে। সংকল্প মানে কোন কার্য করবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়া, মনে মনে দৃঢ় হওয়া। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের রুচিকর, তাঁদের সুখবিধান মূলক যে ক্রিয়া সেটাই ভক্তির অনুকূল এবং আমি যে কোন উপায়ে তা করবার জন্য সচেষ্ট থাকব। সেই সেই কর্মই করব, সেই কার্যেই প্রবৃত্ত হবো যে যে কার্যের মধ্যে ঈশ্বরের সুখবিধান, গুরুবর্গের সন্তোষবিধান রয়েছে। কি সেবা করলে কি ভাবে চললে তাঁরা সুখী হন, অর্থাৎ 'তৎ তৎ কর্ম প্রবর্ত্তনাৎ'। এই সংকল্প অল্পদিনের জন্য নয়, জন্মজন্মান্তরের জন্য করব কারণ কৃষ্ণের নিত্যসেবা পাওয়া পর্যন্ত আমার গতি, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ধামের দিকে যে গতি সেই সেবায় সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত আমার সংকল্প যে, গুরু বৈষ্ণবের অনুকূলটাই করব মনে মনে স্থির করেছি। এটা যদি না করেন সাধক তাহলে তিনি শরণাগত নন কারণ শরণাগতের প্রথম অঙ্গ হলো আনুকূল্যস্য সংকল্প। তিনি বাহ্যে শরণাগত। তিনি শরণাগতির নাটক করছেন, ভক্তিমন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে লাফালাফি করছেন। একদিন মায়ার অতল তলে তলিয়ে যাবে, না হয় অপরাধের এক দুর্বিপাকের মধ্যে পড়ে জীবনের গতিটা শেষ হবে।

আর যিনি শরণাগত হয়ে আনুকূল্যস্য সংকল্প নিয়েছেন তিনি ধীরে হোক বা দ্রুত গোলকের দিকে এগিয়ে যাবেন। সাধক কতটা শরণাগত তারজন্য ভগবান তাকে পরীক্ষায় ফেলতে পারেন। সাধক দৃঢ়চিত্ত হলে সে পরীক্ষায় পাস করতে পারবে এবং তার নিত্যসেবা প্রাপ্তির পথ আর কেউ আটকাতে পারবে না। *(ক্রমশঃ)*

শ্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কিছু কথা

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা

শ্রাদ্ধ কথাটি আমরা সকলেই শুনে আসছি। 'শ্রদ্ধ' শব্দ থেকে শ্রাদ্ধ কথাটির উৎপত্তি। সুতরাং শ্রদ্ধা সহকারে যে কর্ম করা হয় তাকে শ্রাদ্ধ বলে।

শ্রৎ সত্যং দধাতি যয়া সা শ্রদ্ধা।
শ্রদ্ধয়া ক্রিয়তে যৎ তৎ শ্রাদ্ধম্।

'শ্রৎ' শব্দে সত্য বস্তুকে নির্দেশ করে। যে কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা নিত্যবস্তু লাভ হয়, তাকে শ্রদ্ধা বলে অর্থাৎ শ্রদ্ধা পূর্বক যে কর্ম তারই নাম শ্রাদ্ধ।

সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধি ঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥

সুসংস্কৃত ব্যঞ্জন এবং দধি দুগ্ধ ঘৃত সংযুক্ত অন্ন যা শ্রদ্ধাপূর্বক দেওয়া হয় সেই অর্পণরূপ কর্মই 'শ্রাদ্ধ' নামে অভিহিত। অমরকোষে উক্ত আছে—শাস্ত্রোক্তবিধানেন পিতৃকর্ম—অর্থাৎ শাস্ত্র বিধান অনুসারে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয়, তাই শ্রাদ্ধ। অতএব শ্রদ্ধা সহকারে ভগবৎ নিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে অর্পণের নাম পিতৃশ্রাদ্ধ। গোভিলসূত্রে দেখা যায়—'শ্রদ্ধান্বিতঃ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত' অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

বেদে কর্মকাণ্ডে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। পুরাণাদিতে, ভাগবীয় মনু সংহিতায় শ্রাদ্ধবিধি সম্বন্ধে বহু কথা আলোচিত আছে। বরাহপুরাণে শ্রাদ্ধের উৎপত্তি কি করে হলো সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—মনু বংশে উৎপন্ন বা মনুবংশজাত 'আত্রেয়' নামক এক মুনির নিমি নামে এক ধার্মিক পুত্র ছিল। আত্রেয় এক হাজার বছর তপস্যা করে দেহত্যাগ করেন। নিমি পিতৃশোকে কাতর হয়ে শোক নিবারণের জন্য ফলমূল প্রভৃতি নানাবিধ উত্তম দ্রব্যের দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। সেই সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হয়ে নিমিকে বলেন যে—এই কর্মের নাম পিতৃযজ্ঞ। পূর্বে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এই কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন থেকেই জগতে শ্রাদ্ধ নামক কর্মের প্রচলন হয়। বিষ্ণুপুরাণে (৩।১৩) অধ্যায়ে শ্রাদ্ধের

প্রকারভেদ, শ্রাদ্ধের কাল ও অধিকারী প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে বারো প্রকারের শ্রাদ্ধের বর্ণনা নিম্নে প্রদর্শিত হলো—

১। নিত্যশ্রাদ্ধ—প্রতিদিনের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ।

২। নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ—কেবল এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ।

৩। কাম্যশ্রাদ্ধ—সংকল্প করে কামনা সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ।

৪। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ—বৃদ্ধি বা অভ্যুদয়ের কারণ উপস্থিত হলে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

৫। সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ—মৃত ব্যক্তিকে প্রেত যোনি থেকে মুক্তি করাবার জন্য মৃত্যুর একবছর পর পিতৃপিণ্ডের সঙ্গে প্রেতপিণ্ড মিশ্রণ করে একত্রে পিণ্ডভোজন করে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তা সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ।

৬। পার্বণ শ্রাদ্ধ—অমাবস্যা বা পর্বদিনে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ।

৭। গোষ্ঠী শ্রাদ্ধ—পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠী বা জ্ঞাতিগণের মধ্যে শুদ্ধিকরণের জন্য যে শ্রাদ্ধ তাই গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ।

৮। শুদ্ধ্যর্থ শ্রাদ্ধ—শুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ।

৯। কর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ—গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কার কার্যের জন্য যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাই কর্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ।

১০। দৈবিক শ্রাদ্ধ—দেবতাগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধের নাম দৈবিক শ্রাদ্ধ।

১১। যাত্রার্থ শ্রাদ্ধ—তীর্থ বা অন্যস্থানে গমনকালে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাই যাত্রার্থ শ্রাদ্ধ।

১২। পুষ্ঠার্থ শ্রাদ্ধ—শরীর ও অর্থাদি বৃদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ তাই পুষ্ঠার্থ শ্রাদ্ধ।

জড় জগতের লোকেদের ধারণা মানুষের মৃত্যুর পর সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় এবং পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে উক্ত ব্যক্তি প্রেতযোনি হতে মুক্তি লাভ করে। এই বিচার অনুসারে মৃত ব্যক্তির দেহত্যাগের পর ব্রাহ্মণগণের ১১ দিনে, ক্ষত্রিয়গণের ১৩ দিনে, বৈশ্যগণের ১৬ দিনে এবং শূদ্রগণের ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করতে হয়। এক বছর পূর্ণ হলে সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ দ্বারা অন্ত্যক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধবিধান মতে যে পর্যন্ত প্রেতের উদ্দেশ্যে আদ্য শ্রাদ্ধ (দাহ হতে জলশস্ত্র স্পর্ণ ক্রিয়া), বারো মাসে ১২টি মাসিক শ্রাদ্ধ, দুটি যান্মাসিক শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডকরণ আদি মোট ১৬ টি শ্রাদ্ধ না করা হয় সে পর্যন্ত মৃত পিতৃগণ প্রেতযোনি হতে মুক্তি লাভ করতে পারবেন না। সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হলে মৃতপুরুষের সূক্ষ্ম দেহ এক বছর পর প্রেতযোনি ত্যাগ করে ভোগযোনি প্রাপ্ত হয়।

কৃতে সপিণ্ডকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরমঃ।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥
(বিষ্ণুপুরাণ—৩।৬।৬৭)

শ্রাদ্ধাদিতে বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করে দান এবং সদাচার ব্রাহ্মণগণের ভোজন করাবার বিধান আছে। গ্রামযাজক (যারা অর্থ নিয়ে পাঠ বা অর্চন করে) কিংবা ভৃতক অধ্যাপকের দ্বারা অধ্যাপিত, দেবল (অর্থ নিয়ে যারা পূজা বা পেট পোষণ করে) এরূপ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় বলে গণ্য হয়।

স্মার্ত্তপণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নামে একটি স্মার্ত্তশাস্ত্র বা কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত শাস্ত্রগ্রন্থে মানুষের মাতৃগর্ভ হতে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত কর্মজড় দেহরামী ব্যক্তিগণের কি কি করণীয় উল্লেখ করে কর্মজড় সমাজে বিখ্যাত হয়েছেন। বর্তমানে অধিকাংশ হিন্দুনামধারী ব্যক্তিগণ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের বিচারকেই স্বীকার করেন। কিন্তু একজন সদবিচার সম্পন্ন ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ পাঠ করে 'ছেলে ভুলানো কথা' বলে বুঝতে পারেন। ঐ গ্রন্থে আত্মা, পরমাত্মা ও ভগবানের সম্বন্ধে কোন কথা আলোচিত নেই। কেবল কি করে বদ্ধজীবের স্থুল-সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা ইহকাল ও পরকালে সুখভোগ হতে পারে তারই আলোচনা বিশেষভাবে দেখা যায়। এই সম্বন্ধে কেউ যদি বলেন রঘুনন্দন তো ঐ সকল কথা নিজে গড়ে লেখেন নি, তিনি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি হতে বহু কাব্য সংগ্রহ করে কতকগুলি বিধিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে লিখেছেন মাত্র।

তার উত্তরে আমরা বলি মানবগণের অধিকার ভেদে শাস্ত্রেরও ভেদ দেখা যায়। সত্ত্বগুণ সম্পন্ন লোকের জন্য সাত্ত্বিক শাস্ত্র, রজোগুণ সম্পন্ন লোকের জন্য রাজসিক শাস্ত্র এবং তমোগুণ সম্পন্ন লোকের জন্য তামসিক শাস্ত্র আর নির্গুণ পুরুষগণের জন্য আত্মধর্ম শুদ্ধাভক্তি প্রতিপাদক নির্গুণ শাস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবত নির্গুণ শাস্ত্র। সর্বশাস্ত্র শিরোমণি ও বেদের সুপক্ক ফল তথা বেদের ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত। এই শাস্ত্র অনুশীলনে নির্গুণ স্বভাবযুক্ত ব্যক্তিগণের নৈষ্ঠিকী ও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেই শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৩।৪৪-৪৫) বলেন—

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥

নিমি নবযোগেন্দ্র সংবাদে আবির্হোত্র ঋষি বলেন,—"কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম এই তিনটির স্বরূপ বেদশাস্ত্রের গম্য। কিন্তু মানবগণ জানে না বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্য এবং কোন সাধারণ লোকের দ্বারা রচিত নয় বলে অপৌরুষেয়। পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে মোহিত হন। পরোক্ষবাদ (একপ্রকার স্থিত বস্তু তত্ত্ব গোপন করবার জন্য অন্যভাবে বর্ণন) বেদের একটিশোভা এটি মূঢ় লোকের পক্ষে অনুশাসন। পিতা যেমন লাড্ডু বা মিষ্টির প্রলোভন দেখিয়ে সন্তানকে আরোগ্য লাভের জন্য ঔষধ প্রদান করেন, সেই প্রকারে কর্মরূপ পীড়ার জন্য কর্মের বিধান অর্থাৎ যাদের প্রবৃত্তি সর্বদা অসাধু পথে চালিত তাদের উদ্দম প্রবৃত্তিকে কিছুটা সংকোচিত করবার জন্য এই সকল পূর্ণ কর্ম্মাদির বিধি। (ক্রমশঃ)

মহারাজ চিত্রকেতু

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

'আসীদ্রাজা সার্ব্বভৌমঃ শূরসেনেষু বৈ নৃপ।
চিত্রকেতুরিতি খ্যাতো যস্যাসীৎ কামধুঙ্মহী ॥'

—ভাঃ ৬।১৪।১০

'হে নৃপ, শূরসেনদেশে চিত্রকেতু নামে এক সার্বভৌম নরপতি ছিলেন, তাঁর রাজত্বকালে পৃথিবী কামদুঘা ছিলেন।'

শ্রীমদ্ভাগবতে শূরসেন নামক দেশের উল্লেখ আছে। মথুরা ও শূরসেন দুটি দেশ উপভোগ করতেন যাদবেন্দ্র শূরসেন। মথুরা ও শূরসেন একসঙ্গে উল্লিখিত থাকায় অনুমিত হয় শূরসেন দেশ মথুরার সংলগ্ন ছিল।

'শূরসেনা যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা ॥'

—ভাঃ ১০।১।২৭

মহারাজ চিত্রকেতুর এক কোটি ভার্য্যা ছিল। সন্তানোৎপাদনে তিনি সমর্থ হলেও দৈববশতঃ ভার্য্যাগণ বন্ধ্যা হওয়ায় তিনি নিঃ-সন্তান ছিলেন। চিত্রকেতু জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীসম্পন্ন সর্বগুণে গুণান্বিত হলেও সন্তানাভাবে দুঃখী ছিলেন, রাজ্য-সম্পদ-সুন্দরী স্ত্রী কোনটাই তাঁর সুখপ্রদ হয় নি। কিন্তু তিনি মুনি-ঋষিগণের সেবাপরায়ণ ছিলেন। বহু প্রসিদ্ধ মুনি ঋষিগণকে তিনি চিনতেন, মুনি ঋষিগণও তাঁর গৃহে আসতেন।

শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীঅঙ্গিরা ঋষি একদিন মহারাজ চিত্রকেতুর গৃহে উপনীত হলেন। মহারাজ প্রত্যুত্থান ও পাদ্য-অর্ঘ্যাদির দ্বারা ঋষির যথোচিত পূজাবিধানের পর ভোজনাদি-দ্বারা সৎকার করলেন। রাজা বিনয়াবনতভাবে উপবিষ্ট হলে অঙ্গিরা ঋষি সর্বজ্ঞ হয়েও রাজাকে সম্বোধন করে বললেন—'হে রাজন! আপনি কুশলে আছেন ত? আপনি স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, ধনরাশি, দণ্ড ও মিত্র এই সপ্ত প্রকৃতির দ্বারা রক্ষিত থেকে সুখে আছেন ত? প্রজা, অমাত্য, ভৃত্য, বণিক, মন্ত্রী, পুরবাসী, নিজপুত্রগণ আপনার বশবর্ত্তী হয়ে অধীনে আছেন ত? আপনাকে দেখিয়া মনে হচ্ছে আপনি সুখী নন। কোন মনোরথ আপনার পূর্ত্তি হয় নাই কি? আপনাকে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন দেখছি।' রাজা প্রত্যুত্তরে বললেন—'হে সর্ব্বজ্ঞ মুনি, প্রাণিগণের হৃদয়ের ও বাইরের কোন কিছুই আপনার অজ্ঞাত নেই। ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিতে স্রকচন্দনাদি উত্তম দ্রব্য দিলেও তার সুখ হয় না, তদ্রূপ আমার ন্যায় নিঃসন্তান ব্যক্তিকে লোকপালগণের অভিলষিত সাম্রাজ্য, ঐশর্য্যাদি দিলেও সুখ হবে না। অতএব আমি যাতে পুত্রলাভ করে পিতৃ-পিতামহগণকে দুরন্ত নরক থেকে উদ্ধার করতে পারি, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করুন।' রাজার অভিলাষ পূর্ত্তির জন্য ব্রহ্মার মানসপুত্র অঙ্গিরা ঋষি ত্বষ্ট্যাগ সম্পন্ন করিলেন। চিত্রকেতুর রাণীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা মহিষী কৃতদ্যুতিকে অঙ্গিরা ঋষি যজ্ঞের অবশেষ প্রদান করে রাজাকে বললেন তাঁর 'হর্ষশোকপ্রদ' পুত্র হবে। হর্ষশোকপ্রদ—জন্মে হর্ষ ও মরণে শোক এইরূপ অভিপ্রায়ে উক্ত হলেও রাজা 'হর্ষ'-শব্দে বহু গুণান্বিত এবং 'শোক' -শব্দে ঐশ্বর্য্যে গর্বান্বিত এইরূপ অর্থ কল্পনা করে তুষ্ট রইলেন। কৃত্তিকাদেবী অগ্নির কাছ থেকে মহাদেবের বীর্য্য প্রাপ্ত হয়ে যেরূপ কার্ত্তিক নামক পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, কৃতদ্যুতিও তদ্রূপ যজ্ঞাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করে চিত্রকেতু থেকে গর্ভধারণ করলেন। যথাকালে রাজার একটি

পরমসুন্দর পুত্র জন্মিল। বহুদিন পরে পুত্রের মুখ দেখে রাজা চিত্রকেতু এবং শূরসেন দেশের অধিবাসিগণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হলেন। বিপ্রগণের দ্বারা রাজা পুত্রের জাতকর্ম আদি সুসম্পন্ন করলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, ভূষণ, জমি, অশ্ব, হস্তী এবং ষাট কোটি ধেনু দান করলেন। কুমারের আয়ুবৃদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণগণ ছাড়াও অন্যান্য সকলকেও অভিলষিত বস্তু দান করলেন। দরিদ্রের যে প্রকার কষ্টলব্ধ ধনে আসক্তি বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ রাজার কষ্টলব্ধ পুত্রে দিন দিন আসক্তি বর্দ্ধিত থেকে থাকলে। কৃতদ্যুতির সৌভাগ্য দর্শনে সপত্নীগণের পুত্রকামনায় হৃদয় দগ্ধ হতে লাগল। পুত্রের লালন পালনের দরুণ রাজার পুত্রবতী ভার্য্যা কৃতদ্যুতির প্রতি যেরূপ প্রীতি জন্মিল, অন্যান্য ভার্য্যাগণের প্রতি তদ্রূপ হল না। রাজার অনাদরহেতু সপত্নীগণের মধ্যে প্রবল মাৎসর্য্য এসে উপস্থিত হল। তাঁরা নিজদিগকে ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগলেন—'পুত্রবতী স্ত্রীর কি সৌভাগ্য! পুত্রহীন আমাদের এই স্ত্রী জন্মের ধিক্কার। স্বামীর পরিচর্য্যার দ্বারা স্ত্রী সুখলাভ করে, সেই স্ত্রীর কোন দুঃখ নেই, কিন্তু আমরা মন্দভাগ্যা বলে দাসীর দাসী হলাম।'

সপত্নীগণের হৃদয়ের অসন্তোষ দেখে কৃতদ্যুতি পুত্রলাভ করেও চিত্তের প্রশান্তি লাভ করতে পারলেন না। সন্তানহীন পত্নীগণেরও বিদ্বেষ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁদের বুদ্ধি নষ্ট হল। তাঁরা নিষ্ঠুরচিত্ত হয়ে নৃপতির অনাদরকে সহ্য করতে না পেরে অবশেষে কুমারকে বিষ প্রদান করলেন। রাজমহিষী কৃতদ্যুতি সপত্নীগণ ঐরূপ মহাপাপকার্য্য করবেন, তা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেন নি। বালক নিদ্রিত আছে মনে করে তিনি নিশ্চিন্তমনে ঘরের কাজে ব্যস্ত আছেন। বহু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও পুত্রের নিদ্রা ভঙ্গ না হওয়ায় তিনি চিন্তিত হয়ে ধাত্রীকে আজ্ঞা করলেন পুত্রকে তাঁর নিকট নিয়ে আসতে। ধাত্রী বালকের নিকট যেয়ে অকস্মাৎ মৃত দেখে আর্ত্তনাদ করে ভূমিতে পতিত হল। ধাত্রী বক্ষে করাঘাত করতে করতে ক্রন্দন করতে থাকলে মহারাণী তৎসন্নিধানে ছুটে গেলেন, শিশুকে মৃত দেখে শোকাবেগে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মহারাণী ও ধাত্রীর ক্রন্দন শুনে অন্তঃপুরবাসী ক্রমশঃ তথায় এসে জমায়েৎ হলেন। তাঁরাও অত্যন্ত বেদনাহত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। অপরাধিনী সপত্নীগণও কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করলেন। মহারাজ চিত্রকেতু পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে গুরুতররূপে শোকাহত হয়ে দৃষ্টিশক্তিরহিতের ন্যায় পথে চলতে চলতে পদস্খলিত হয়ে পড়তে লাগলেন। অমাত্যগণ তাঁর পিছনে পিছনে গমন করলেন। তিনি দ্বিজগণের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে মৃত পুত্রের কাছে এসে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর শোকাবেগে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। পতিকে নিদারুণ শোকগ্রস্ত দেখিয়া এবং একমাত্র বংশের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হওয়ায় মহারাণী অন্তঃপুরবাসী সকলের সন্তাপ বর্দ্ধন করতঃ পাষাণও বিগলিত হয় এইরূপ বাক্যাবলীর দ্বারা কুররী পক্ষিণীয় ন্যায় বিলাপ করতে লাগলেন—'হা বিধাতঃ! তুমি মূর্খ, সৃষ্টি বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই। পিতার জীবিত অবস্থায় পুত্রের মৃত্যুবিধানের দ্বারা তুমি সৃষ্টিবিরুদ্ধ কার্য্য করেছো। এইরূপ বিপরীত আচরণই যদি তোমার অভিমত হয়ে থাকে, তা হলে তুমি প্রাণিগণের নিশ্চয়ই শত্রু। তুমি কৃপালু নয়। যদি বল জন্ম-মরণ সম্বন্ধে কোন বিধি নেই, নিজকর্মানুসারে জন্ম মৃত্যু হয়ে থাকে, তা হলে ঈশ্বর মানার কি প্রয়োজন? জড়ের ক্রিয়াশক্তি না থাকায় কর্মের নিয়ন্তারূপে ঈশ্বর স্বীকার্য্য। সৃষ্টি বর্দ্ধনের জন্য তুমি পিতামাতার মধ্যে যে স্নেহ প্রকটিত করেছ। সন্তানের মৃত্যুর দ্বারা তুমি তা ছিন্ন করেছ। পুত্রোৎপাদনে দুঃখ দেখে কেউ আর পুত্রোৎপাদন করবে না। স্নেহের মধ্যে দুঃখ দেখে কেউ পুত্রাদিকে স্নেহ করতে ইচ্ছা করবে না, স্নেহাভাবে পুত্রের মৃত্যু হবে, ক্রমে সৃষ্টি লোপ পাবে।' মহারাণী পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে শোকাবেগে পুনঃ বলতে লাগলেন—'বৎস পুত্র! আমি অনাথা, আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয়, একবার তোমার শোকসন্তপ্ত পিতার দিকে তাকাও। আমরা পুত্রহীন হলে আমাদেরকে কে নরক থেকে উদ্ধার করবে? তোমার দ্বারাই আমরা নরক থেকে উদ্ধার পাব। অতএব হে পুত্র! তুমি নিষ্ঠুর যমের সঙ্গে বেশি দূর যাবে না। হে তাতঃ! তুমি অনেক সময় নিদ্রিত আছ, তুমি এখন উঠ, তোমার খেলার সাথীগণ তোমাকে খেলার জন্য ডাকছে। তুমি ক্ষুধার্ত্ত, উঠিয়া স্তন পান কর, আমাদের শোক দূর কর। আমার ভাগ্য মন্দ, এইজন্য তোমার কাছে এসে তোমার মৃদু হাস্য, মুদিত দৃষ্টি দেখতে পেলাম না। তবে কি যেখানে গেলে আর কেহ ফিরে আসে না নিষ্ঠুর যম কি তোমাকে সেইখানে নিয়ে গেছে?' মহারাণীর শোকসন্তপ্ত বিলাপ শুনে মহারাজও

বিহ্বল হয়ে রোদন করতে লাগলেন। আসস্মিক দুর্ঘটনায় নগরবাসী সকলেই শোকে অচেতনপ্রায় হলেন।

রাজা চিত্রকেতুর দুরবস্থার কথা অবগত হয়ে অঙ্গিরা ঋষি শ্রীনারদের সহিত রাজসমীপে এসে উপনীত হলেন। সুবিজ্ঞ মহারাজ চিত্রকেতুকে পুত্রশোকাতুর হয়ে শবের কাছে মৃতবৎ পতিত হয়ে থাকতে দেখে বিষ্ণুমায়ার প্রভাব কিরূপ মোহজনক তা বুঝে ঋষিদ্বয় রাজা চিত্রকেতুর শোক অপনোদনের জন্য উপদেশ প্রদানমুখে বললেন—'হে রাজেন্দ্র! তুমি যার জন্য শোক করছ, সে তোমার কে? যদি বল, সে তোমার পুত্র, তুমি তার পিতা, এ সম্বন্ধ কি তোমাদের পূর্বে ছিল? এখনও কি আছে? পরেও কি থাকবে? স্রোতের বেগের ন্যায় বালুকারাশি যেমন মিলিত হয়, আবার বিচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ কালের বেগে প্রাণিগণ কখনও মিলিত হয়, কখনও বিচ্ছিন্ন হয়। ধান্যাদির বীজ রোপণ করলে কখনও অঙ্কুরোদগম হয়, কখনও নষ্ট হয়, তদ্রূপ ভগবন্মায়ামোহিত প্রাণি সকল কখনও পিত্রাদিতে পুত্রাদিরূপে জন্মলাভ করে, কখনও করে না। সুতরাং অতীব নশ্বর সম্পর্কের জন্য শোক করা সমীচীন নয়। চরাচর জগতের সমস্ত প্রাণী যারা বর্তমান বিদ্যমান রয়েছেন, তারা জন্মের পুর্বে একসঙ্গে ছিল না এবং মৃত্যুর পরে এক সঙ্গে থাকবে না, সুতরাং মনে কর এখনও নাই। যা আমরা দেখছি তা স্বপ্নের ন্যায় অলীক, নিত্য সত্য নহে। সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর পিতারূপে প্রাণিগণকে সৃজন করেন, রাজারূপে পালন করেন, সর্পাদিরূপে ধ্বংস করেন। সুতরাং সৃষ্টাদি কার্য্যে পিতা, রাজা ও সর্পাদি পরতন্ত্র, তাদের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব নাই। মায়াবশতঃ তাদের মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়ে থাকে। বীজ থেকে যেরূপ বীজরে উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ পিতার দেহদ্বারা মাতৃদেহ থেকে পুত্রের উৎপত্তি হয়। সুতরাং পঞ্চমহাভূতের ন্যায় জীবও নিত্য।'

(ক্রমশঃ)

গৌরকথা সপ্তাহ বিবরণ

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ, প্রচারক

তৃতীয় দিবস সকাল

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করলে যিনি মাতা পিতাকে মধুর বাক্যের দ্বারা প্রবোধ প্রদান করেছিলেন এবং পিতা জগন্নাথ মিশ্রের প্রয়াণে শচীমাতাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন সেই পরম সুখদাতা মাতৃভক্ত গৌরাঙ্গকে আমরা স্মরণ করি।

মহাপ্রভু শ্রীবল্লভাচার্যের কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করে পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) গিয়েছিলেন, সেখানে বিদ্যাচর্চা দ্বারা প্রচুর ধন লাভ করেছিলেন। সেই গৃহস্থশ্রেষ্ঠ ও ধর্মের মুক্তিস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা স্মরণ করি।

পূর্বদেশে তপন মিশ্র নামে এক সজ্জন ব্রাহ্মণকে তিনি বারানসীতে পাঠিয়েছিলেন এবং পূর্বদেশ থেকে ফিরে তিনি যখন জানতে পারলেন যে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী পরলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন সে সময় শোকসন্তপ্তা মাতাকে তত্ত্বালাপ দ্বারা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। সেইরকম শান্তিসুখদাতা ও সৌম্যমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা স্মরণ করি।

পরে তিনি মায়ের আদেশে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন। তিনিই আবার গঙ্গাতীরে ছাত্রগণসহ উপবিষ্ট ছিলেন। সে সময় দিগ্বিজয়ী পন্ডিতের দর্পনাশ করে নবদ্বীপে বিদ্বদজনের মনিস্বরূপ স্বীকৃত হয়েছিলেন সেই সিংহস্বরূপ অধ্যাপক শ্রীগৌরাঙ্গকে বন্দনা করি।

নবদ্বীপে যিনি সকল দ্বিজগণ, স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ, নৈয়ায়িক ও তান্ত্রিক পণ্ডিতগণকে পরাজিত করে বিরাজিত ছিলেন সেই জ্ঞানরূপা শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করি।

তৃতীয় দিবস বিকাল

রক্ষোদৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং যোগাদিবর্ত্মক্রিয়া
মার্গো বা প্রকটীকৃতঃ কিয়দিদং সৃষ্ট্যাদিকং বা কিয়ৎ।
মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং প্রেমোজ্জ্বলায়া মহা-
ভক্তেবর্ত্মকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্যমূর্ত্তিং স্তুমঃ ॥

ভগবানের অন্যান্য অবতারের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের একটা তুলনামূলক বিচার করেছেন কবি প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ। রাম নৃসিংহ আদি অবতারে এমনকি কৃষ্ণও স্বয়ং রাক্ষস দৈত্যাদি বধ করে এই সৃষ্টিকে রক্ষা করেছেন, পৃথ্বীর ভার হরণ করেছেন। কপিল অবতারে সাংখ্য যোগের কথা প্রচার করে জীবকে আত্ম অনাত্ম জ্ঞান দান করেছেন। গুণাবতার ব্রহ্মাদি বিরাট সৃষ্টিলীলা কার্যাদি করেছেন, ত্রিগুণাত্মক মায়ার কারাগার তৈরী করে ত্রিতাপ জ্বালায় জীবকে কষ্ট দিয়ে ভগবানের ভজন করবার শিক্ষা দিচ্ছেন। আবার বরাহ অবতার হয়ে ভগবান

হিরণাক্ষ্যকে বধ করে পৃথিবীকে সমুদ্র গর্ভ থেকে উদ্ধার করেছেন। ভগবান নানা অবতার হয়ে যে এতসব কার্য করেছেন সে সব কার্যের মহিমা মহাপ্রভুর আনীত এক উন্নতউজ্জ্বল প্রেমের পথ যা তিনি পাপী তাপী উচ্চ-নীচ কলিহত জীবকে অকাতরে বিলিয়েছেন সেই কার্যের সঙ্গে তুলনায় নেহাতই স্বল্প বা হেয়—অত্যধিক তুচ্ছ। রাধাদি গোপীগণের যে প্রেমকে আস্বাদন করবার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং কলিযুগে রাধার ভাব ও কান্তিকে অবলম্বন করে গৌররূপে আসতে বাধ্য হলেন, সেই বিপ্রলম্ভ রস আস্বাদন করলেন করালেন আর কোন অবতারে এইরকমটা করতে পারেন নাই। সেই প্রেমভক্তি পথের প্রদর্শনকারী গৌরাঙ্গকে আমরা স্তব করি।

চতুর্থ দিবস সকাল

যিনি বর্ণাশ্রম ধর্মের আচার পালন রক্ষার্থে ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করে রোগমুক্ত হয়েছিলেন সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আমরা স্মরণ করি।

প্রেততীর্থ গয়াধামে যিনি ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বেষ্টিত এবং সকল দেবতার প্রণম্য হয়েও লোকশিক্ষার্থে শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের শ্রীমুখ হইতে দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন এবং নবদ্বীপে ফিরে নিজ মতিবিকারছলে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন সেই নবপ্রেম পরায়ণ ভক্তরূপী শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরে মহাপ্রভু নিরন্তর শ্রীহরির কীর্ত্তন এবং ভক্তিবিষয়ক আলোচনা দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য আদি মহাজনগণের পরম আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে জগতে প্রকাশিত করে নিজ ভগবদ্ভাবকে প্রকটিত করেছিলেন সেই নয়নের আনন্দ প্রদাতা, কৃপাময় এবং ষড়ভূজ শ্রীগৌরচন্দ্রকে বন্দনা করি।

বরাহ অবতারের শ্লোক শুনে মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন, মুরারি গুপ্তের গৃহে বিষ্ণুমন্দিরে দণ্ড দ্বারা একটি জলপূর্ণপাত্র উত্তোলন করে হঠাৎ গুপ্তকে যজ্ঞ বরাহ রূপ দর্শন দেন ও মুরারি গুপ্তের শ্রীমুখে স্তব করিয়ে তাকে প্রচুর কৃপা করেছিলেন। শ্রীব্যাস পুজাকালে শ্রীবলরামের ভাবাবেশহেতু 'মদ আন' 'মদ আন' বলে লীলা প্রকাশকারী পরমতত্ত্বকে স্মরণ করি।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সর্বদা সকল ভক্তগণ সহ যাঁহাকে কৃষ্ণ মন্ত্রে পূজা করেন, যিনি শ্রীবাসগৃহের মহাধন স্বরূপ এবং শ্রীধরাদি ভক্তগণের যিনি একমাত্র আশ্রয় সেই পূর্ণতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরকে স্মরণ করি।

চতুর্থ দিবস বিকাল

অন্তর্ধ্বান্তচয়ং সমস্তজগতামুন্মূলয়ন্তী হঠাৎ
প্রেমানন্দরসাম্বুধিং নিরবধিপ্রোদ্বেলয়ন্তী বলাৎ।
বিশ্বং শীতলয়ন্ত্যতীব বিকলং তাপত্রয়েণানিশং
যুষ্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু সততং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা॥

কলিযুগের ত্রাতা, সংকীর্ত্তনের জনক শ্রীচৈতন্যদেব তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গ, রাধাঠাকুরানীর ভাব ও কান্তিকে নিয়ে এসেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে নিখল জগতের হৃদয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধ জ্ঞানের যে অজ্ঞানরূপ অন্ধকররাশি, কাম ক্রোধ, কুটিনাটি, জীবহিংসন আদি অনর্থ ও তাহার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছারূপ কৈতব হঠাৎ করে সমূলে উৎপাটিত হলো। কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন আনন্দরসের সমুদ্রে নিরন্তর জীব হৃদয়কে হাবুডুবু খাওয়ালেন ত্রিতাপ জ্বালায় ক্লিষ্ট, জর্জরিত বিশ্ব অতিশয় শীতলতা প্রাপ্ত হলো। সেই চৈতন্যচন্দ্রের শ্রীঅঙ্গের আলোকছটা আমাদের হৃদয়ে দীপ্তিলাভ করুক।

পঞ্চম দিবস সকাল

শ্রীবাসপণ্ডিতের পাল্য যবন দরজীকেও যিনি শুদ্ধ করে কৃষ্ণপ্রেমদান করে নিজ ভক্তবাৎসল্য মহিমাকে প্রদর্শন করেছিলেন, তিনি প্রেমে মহাম ও বিষয় থেকে বিরক্ত ছিলেন সেই শ্রীগৌরচন্দ্র প্রভুকে আমরা স্মরণ করি।

শ্রীমুরারি গুপ্ত তিনি রামচন্দ্রের লীলায় হনুমান ছিলেন। মহাপ্রভু তাকে শ্রীরামরূপ দর্শন করিয়ে তাঁর শ্রীমুখ থেকে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব শ্রবণ করে আনন্দ লাভ করেছিলেন। শ্রীমুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুর গায়ন ছিলেন, মহাপ্রভুও তার কীর্ত্তনে আনন্দ লাভ করতেন। সেই মুকুন্দ যখন অন্য সম্প্রদায়ে যেতেন তখন সেই সম্প্রদায়ে মিশে যেতেন এতে তার ভক্তিতে অপরাধ হয়েছিলো। মহাপ্রভু কৃপা করে তাকে কুসঙ্গ থেকে মুক্ত করেছিলেন। বিশুদ্ধভক্তিরস প্রদাতা সেই গৌরসুন্দরকে আমরা স্মরণ করি।

''শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥''
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৮-৯)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে নগরের সর্বত্র গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের নাম সকল

উচ্চনীচ সকল জীবকে বিতরণ করার জন্য আজ্ঞা করেছিলেন। সেই করুণাবতার পুরুষকে আমরা স্মরণ করি।

মহাপ্রভু তাঁর অগ্রজ শ্রীনিত্যনন্দ প্রভুর সঙ্গে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গৃহে গমনকালে পথে ললিতপুর নামক স্থানে মদ্যপায়ী আচারবিহীন দারীসন্ন্যাসীর গৃহে উপবেত হয়ে তাকে বিশুদ্ধ তত্ত্ব উপদেশ করে কৃপা করেছিলেন। এই রকম শুদ্ধভক্তির আশ্রয় ও মঙ্গলদাতা শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্মরণ করি।

ষষ্ঠ দিবস সকাল

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য যখন ভক্তিযোগে জানতে পারলেন দুই প্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ তার গৃহে আগমন করবেন তখন তিনি কপটতাপূর্বক 'ভক্তি' হইতে 'জ্ঞান' বড় এই ব্যাখ্য করতে লাগলেন। মহাপ্রভু উপস্থিত হতেই শুনতে পেলেন যে অদ্বৈত আচার্য তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা করছেন। শুনেই মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে পৃষ্ঠে সজোরে কিল মারলেন। অদ্বৈত প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমজলে ভাসলেন। সেই মায়াবাদ খণ্ডনকারী সুবিমল শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা স্মরণ করি।

''জয় জয় চন্দ্রশেখর আচার্যভবন।
লক্ষ্মীবেশে প্রকট যাহা প্রভুর নর্ত্তন॥''

একদিন মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে সাতপ্রহরিয়া ভাব প্রকাশ করে লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করলেন এবং জগজ্জননীভাবে সকল ভক্তকে স্তন্যপান করালেন। আর নিজ ঐশ্বর্য দর্শন করিয়ে বিজয় দাসকে উদ্ধার করেছিলেন। সর্বশক্তির ও বৈভবের আশ্রয় শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা স্মরণ করি।

যিনি নিদ্রা, স্নান, আহার ত্যাগ করে গোদ্রুমাদি গ্রামে বিহার, পল্লীতে পল্লীতে কীর্ত্তন সহযোগে ভ্রমণ করেছেন ভক্তগণসহ নিয়মিত এবং প্রহরে প্রহরে, সেই ভজনানন্দ দাতা গৌরাঙ্গকে আমরা অষ্টপ্রহরই স্মরণ করি।

যিনি তাঁর সংকীর্ত্তন পরিকর শ্রীনিবাস আদি ভক্তগণের সহিত নগর পরিক্রমা কালে নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ জগাই, মাধাই ও দুর্বৃত্তগণের হৃদয়কে প্রেমে পরিপূর্ণ করেছিলেন সেই পতিতের আশ্রয়কারী ও প্রেমসিন্ধু গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

ষষ্ঠদিবস বিকাল

অকস্মাদেবাবির্ভবতি ভগবন্নামলহরী
পরীতানাং পাপৈরপি পুরুভিরেষাং তনুভৃতাম্।
অহো বজ্রপ্রায়ং হৃদপি নবনীতায়িতমভূ-
ন্নৃণাং লোকে যস্মিন্নবতরতি স গৌরো মম গতিঃ।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আবির্ভাবের পূর্বে তৎকালীন জগতের অবস্থা কিরূপ ছিল তা শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণন করেছেন—

'ধর্ম্ম কর্ম্ম এই মান জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥''

ধর্ম্ম, কর্ম্ম বলতে তামসিচ আহার ও তামাকি দ্রব্যের দ্বারা দেবদেবীর, উপাসনা সেই সঙ্গে নাস্তিক্যবাদ, ভোগবাদ, জড়বাদ পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করেছিল। ভোগ করতে করতে মানুষের জীবন পাপে পরিপূর্ণ হয়েছিল পাপশূণ্য জীবন কল্পনাহীন যে কলিযুগে। শরীরধারী জীব জ্ঞানে, অজ্ঞানে, পারিপার্শ্বিক প্রভাবে নিরন্তর পাপে প্রবৃত্ত ছিল। যাগযজ্ঞ, দান ব্রত এর দ্বারা যে সব পাপের নাশ হয় না, প্রশমিত হয় মাস। এইরকম পাপের ফলে মানুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে হৃদয় ব্রজের ন্যায় কঠিনতা প্রাপ্ত হয়েছেল। অতি সুকৃতিবান পুরুষ হলে স্নানের সময় 'পুন্তরীকাক্ষ' নাম উচ্ছারন করতেন। জগতে কৃষ্ণনামের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এমন সময় অকস্মাৎ শ্রীগৌরসুন্দর চন্দ্র গ্রহণচ্ছলে সকলের মুখে শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিয়ে আবির্ভূত হয়ে ভগবান্নামের ঢেউ তুলে জগতকে প্লাবিত করেছিলেন। শাস্ত্রে যে কৃষ্ণ নামের মহিমা পেয়েছেন—

এক কৃষ্ণনাম করে সর্বপাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি চরণ প্রকাশ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥

শ্রীচৈতন্যদেব সেই কৃষ্ণনাম এনেছিলেন যা লাভ করে পাপী তাপীর কঠিন হৃদয়ও নবনীতের মতো কোমন হয়ে গিয়েছিল, কৃষ্ণ প্রেমে তারা হাবুডুবু খেয়েছিলেন। শুধু মানুষের কি কথা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়—

''পশু পাখি ঝুরে পাষাণ বিদরে
শুনি যাঁর গুণগাথা?''

মহাপ্রভু স্বয়ং হরিনামের মধ্যে দিয়ে আবির্ভূত হয়ে শৈশবে ক্রন্দনকালে সকলকে হরিনাম উচ্চারণ করিয়ে পরবর্তীতে শ্রীবাস অঙ্গনে এবং তারপর নগর সংকীর্ত্তন কালে যে হরিনামের কৃষ্ণনামের ঢেউ প্রবাহিত করেছেন সেই গৌরচন্দ্র চরণে আমাদের মতি থাকুক সেই আমাদের একমাত্র গতি হোক।

সপ্তম দিবস সকাল

যে বিমুক্তিদাতা শ্রীচৈতন্য প্রেমাবেশে সকল সজ্জন ব্যক্তিকে শুদ্ধ ভক্তির শিক্ষাদান করেছিলেন ও তাদের প্রতি দয়াপরবশ হৃদয়ে স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে সকলের দোষত্রুটি ক্ষালন

করেছিলেন এবং সজ্জন গোষ্ঠীতে ভক্তি ব্যাখ্যা করেছিলেন সেই নিজ জনগণের পাপ মুক্তি ও ক্ষমা প্রদর্শনকারী গৌরাঙ্গকে আমরা স্মরণ করি।

চাঁদকাজীর লোকজন ভক্তদের সংকীর্ত্তনে বাধাপ্রদান করলেন এবং মৃদঙ্গ ভেঙে দিলে মহাপ্রভু জানতে পেরে সকল বৈষ্ণবগণ সঙ্গে সংকীর্ত্তন করতে করতে কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হন। মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য দর্শনে কাজী ভীত ও মোহিত হন এবং আর কোনদিন সে বা তার বংশের কেউ কীর্ত্তনে বাধাপ্রদান করবে না বলে বচন দেন। এইভাবে তিনি কাজীকে উদ্ধার করেছিলেন। পুনঃ পুনঃ তিনি কলিব্যাধিনাশক কৃষ্ণ কীর্ত্তন আনন্দ ও উল্লাসের সঙ্গে নগরে নগরে প্রচার করেছিলেন। সেই আজানুলম্বিত বাহু ও নৃত্য পরায়ন শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

গঙ্গাদাস, বৈদ্যমুরারি গুপ্ত, কলাবেচা শ্রীধর ও ভিক্ষুক শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী এঁরা সকলেই মহাপ্রভুর প্রতি আনুগত্যে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী চার বছরের বালিকা নারায়ণীকে যিনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ক্রন্দন করিয়েছিলেন এবং নিজ উচ্ছিষ্ট দানে কৃষ্ণ প্রেমদান করেছিলেন সেই দিব্যমূর্ত্তি পরমপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা স্মরণ করি।

শ্রীবাস গৃহে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনরাস কালে শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্র পরলোক প্রাপ্ত হন। মহাপ্রভু তা জানতে পেরে মৃত পুত্রের মুখ থেকে শ্রীবাস পণ্ডিতকে পরম শুভদ তত্ত্ব কথা শুনিয়েছিলেন এবং তাহার দাসদাসীগণকেও শুভমতি দান করেছিলেন, সেই অবধ্বক ও জীবনিস্তারক শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমরা বন্দনা করি।

প্রচার প্রসঙ্গ

(শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের হুগলী ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা বর্দ্ধমান ও উড়িষ্যায় প্রচার)

হুগলী

গৌড়ীয় মিশনের (বর্তমান) সভাপতি ও আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ ইং-২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ হুগলী জেলায় গৌরহাটি অঞ্চলে হরিকথা প্রচার করেন। গৌরহাটি হরদাস ইনস্টিটিউটের বিপরীত দিকে গোবিন্দ চাতাল স্থানে বিরাট ভাগবত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্উপলক্ষে ঐ দিন সকাল ৬.৩০মিঃ হতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বের হয়। সকাল ১০টা থেকে ১২.৩০ পর্যন্ত হরিনাম সংকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক অবলম্বনে হরিকথা পরিবেশন করেন মিশনের আচার্য শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর। এছাড়াও শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ শ্রীঅচিন্ত্য মাধব দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ (ভক্তিশাস্ত্রী) হরিকথা পরিবেশন করেন। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে গৌরহাটী হরদাস ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীস্বরূপ কুমার চৌধুরী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী মাননীয় শ্রীপ্রশান্ত ভট্টাচার্য। দুপুর সাড়ে ১২টায় সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এরপর সন্ধ্যেবেলা শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুর প্রশ্নোত্তর ক্লাসের মাধ্যমে উপস্থিত ভক্ত ও শ্রদ্ধালুগণের হরিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসার সহজ সরল ভাষায় উত্তর দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন।

আরামবাগ

পরদিবস ২৮.০২.২০১৯-এ হুগলীর আরামবাগস্থিত ১৩নং ওয়ার্ডের বাসুদেবপুরে অপর এক বিরাট ভাগবত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিনও সকাল ৬.৩০ টায় নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বের হয়। বেলা ১০টায় ভাগবত সভা আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে আরামবাগের বিধায়ক মাননীয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে মাননীয় শ্রীস্বপন নন্দী, সভাপতি আরামবাগ পৌরসভা এবং বিশিষ্ট অতিথি মাননীয় শ্রীরাজেশ চৌধুরী (উপসভাপতি, আরামবাগ পৌঃ সঃ) উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা কথা কীর্ত্তন করেন মিশনের আচার্য ও সভাপতি শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর। মিশনের অতিরিক্ত সেবাসচিব শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ ও শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী হরিকথা পরিবেশন করেন। সভায় বহু ভক্ত ও শ্রদ্ধালুজন উপস্থিত ছিলেন। বিপুল হরিধ্বনির মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়। দুপুরে সকলকে মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণাস্থিত জগদীশপুর

ইংরাজী ১লা, ২রা ও ৩রা এপ্রিল তিনদিনব্যাপী দক্ষিণ ২৪ পরগণার জগদীশপুর, মন্দির বাজার এলাকায় জোড়া শিব মন্দির প্রাঙ্গনে মন্দির বাজারে গৌড়ীয় মিশনের পরিচালনায়ও গৌড়ীয় ভক্তগণ ও গ্রামবাসীবৃন্দের সহযোগিতায় এক মহতী

ভক্তসঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী আলোচনারত শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর

মন্দিরবাজারে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য

ভাগবত ধর্মসভার আয়োজন করেন। উক্ত ধর্মসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ। এছাড়াও মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ, শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ বিষ্ণু মহারাজ ও শ্রীনামহট্টের সম্পাদক শ্রীশচীসূনু দাসাধিকারী উক্ত ভাগবত ধর্ম সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

১লা এপ্রিল, ২০১৯ বিকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন মিশনের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী বৈষ্ণবগণ। সভার অন্তে শ্রীল গুরুদেব তাঁর চিত্তাকর্ষক ভাষণে বলেছিলেন ''ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্তুতি প্রসঙ্গে—মুরারি কৃষ্ণ তাঁর যশঃ, কীর্ত্তি, গুণ পুণ্য চিদ্আত্মাকে পবিত্র করে, আর মহৎগণ যাঁর পাদপদ্মকে সম্যগভাবে আশ্রয় করে জীবন তরীকে ভাসিয়ে দেন, আত্মার কালিমাকে ধুয়ে দেয়, ত্রিতাপ জ্বালাকে শেষ করে দেয় সেই মুরারির পদদ্বয়ই শ্রেষ্ঠ স্থান।

পরদিবস ২রা এপ্রিল, ২০১৯ সকাল ৬টায় বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বের হয়। বেলা দশটা থেকে দুপুর ১২টা এবং ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ভাগবত সভায় স্বমহিমায় হরিকথা পরিবেশন করেন বৈষ্ণবগণ। পরদিবস ৩রা এপ্রিল সকাল ৭টা হতে ৯টা পর্যন্ত পারমার্থিক ক্লাসের অনুষ্ঠিত হয়। তথায় সকল শিষ্য ও শ্রদ্ধালু জনগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ ও শ্রীঅচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারী। সকাল ১০টায় শ্রীগুরুপুজা মহোৎসব হয়। অতঃপর সকলকে মহাপ্রসাদ দান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০০ জন ভক্ত সমাগম হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীশচীসূনু দাসাধিকারী ও নামহট্টের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

আমলাজোড়া

গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা আমলাজোড়া গ্রাম স্থিত শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এবং বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের পদাঙ্কপুত শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে গত ৭-০৪-১৯ তারিখে শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠের বাৎসরিক অনুষ্ঠান বিপুল সমারোহের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

মিশনের বর্তমানাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের (শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর) উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে অধিকতর মাধুর্য মণ্ডিত করেছিল, এই অনুষ্ঠানের ধর্ম সভায় শ্রীল গুরুদেব স্বীয় সভাব সুলভ বীর্যবতী হরিকথা পরিবেশনের মাধ্যমে প্রপন্নাশ্রমের মহিমা জ্ঞাপন করেন।

প্রপন্নাশ্রম অর্থাৎ প্রপন্ন জন—শরণাগত জন, যার হৃদয় মাঝারে মায়িক অহং ভাব দূরীভূত হয়ে হরিগুরু বৈষ্ণব দাসাভিমান স্থিতি লাভ করেছে। মায়িক বা বিকৃত অহং ভাব পোষণ করলে হরিগুরু বৈষ্ণব সেবা করা যায় না। অহংকার তিন ভাবে প্রকাশিত।

১) ভোক্তা অহম্ ২) সো অহম্ ৩) দাস অহম্

এই তিনটি মধ্যে 'দাস অহম্' অর্থাৎ দাস্যাভিমান সর্বশ্রেষ্ঠ। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। এই দাস্যাভিমান প্রপন্নাশ্রম বাসীর হৃদয়ের ধন, মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নিমি মহারাজের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। শ্রীল

গুরুপাদপদ্ম ছয়জন ভক্তকে হরিনাম দানে কৃতার্থ করেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রায় পাঁচ সহস্র ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

উড়িষ্যা

অতঃপর বিগত ৪-৪-২০১৯ প্রাতঃকালে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ থেকে সপার্ষদে ওড়িষ্যা অভিমুখে শুভ বিজয় করেন এবং জলেশ্বর নিবাসী শ্রীপাদ চৈতন্য দাসাধিকারীর গৃহে পদার্পণ করেন। সেই স্থানের ভক্তবৃন্দের বিপুল উৎসাহ এবং ব্যবস্থাপনায় হরি সংকীর্ত্তন সহযোগে গুরুগোস্বামী ঠাকুরকে আনয়ন করা হয়। অতঃপর উক্তগৃহে গুরুপাদপদ্ম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের আরতি করা হয়। অতঃপর শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ভক্তবৃন্দের সম্মুখে কিছুক্ষণ হরি কথা পরিবেশন করেন, এখানে আলোচনার বিষয় শ্রীমদ্ভগবত গীতা।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

অর্থাৎ দেবতাদের ভজন করলে স্বর্গলোকে যাবে, পিতৃপুরুষের ভজন করলে পিতৃলোক যাবে। যারা জীবের সেবা করে থাকে তারা মর্তলোক বা ভূলোকে থাকবে কিন্তু হে অর্জুন যে আমাকে ভজন করে সে আমার লোক অর্থাৎ গোলক বৈকুণ্ঠে গমন করবে। শ্রীলগুরুদেবের এই অমৃত বর্ষী হরিকথা জলেশ্বর বাসীকে প্লাবিত করে; পরদিবস ৯-৪-২০১৯ তারিখে জলেশ্বর নিবাসী শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারীর বাস ভবনে শুভ বিজয় করেন। সেখানে আরতী কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল গুরুদেবকে আপ্যায়ন করা হয়, সেখানেও শ্রীল গুরুদেব স্থানীয় ভক্তদের সাথে হরি প্রসঙ্গ ময় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কৃপা বর্ষণ করেন। এখানে শ্রীপাদ প্রদ্যুম্নদাসাধিকারী প্রভু শ্রীল গুরুদেবের কৃপা নির্দেশ ক্রমে হরি কথা কীর্ত্তন করেন, অতঃপর গুরুদেব হরিকথা পরিবশেন করেন। এখানে শ্রীমদ্‌ভাগবতের গর্ভস্তুতি আলোচনা করা হয়।

ভাবাবিষ্ট শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং।
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

অর্থাৎ ভগবান 'সত্যব্রত' তাই সেই পরম সত্যের উপাসনা করা জীব মাত্রেরই কর্তব্য। জগত সত্য হলেও তা অনিত্য, চিরস্থায়ী নয় এই প্রসঙ্গে শ্রীল গুরুদেব সিদ্ধান্তগত আলোচনা করেন। উক্ত গৃহে শ্রীগুরুদেব কয়েকজন ভক্তবৃন্দকে হরিনাম প্রদান পূর্বক কৃতার্থ করেন, পরে ভোগরাগ ও আরতি কীর্ত্তনের মাধ্যমে উৎসব সম্পন্ন হয় অতঃপর প্রায় দুইশত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

সন্ধ্যাকালে জলেশ্বর নিবাসী শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ প্রভুর বাসভবনে শ্রীগুরুদেব শুভ বিজয় করেন, সেখানেও গুরুপাদপদ্মের আরতি পূজাদি করা হয়। গুরুদেব সেখানে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোক নিয়ে আলোচনা করেন।

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥
—(ভাঃ ১০।৮।৪)

এই প্রসঙ্গে মহদ্‌গণের কৃপা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন।

(ক্রমশঃ)

ভ্রম সংশোধন

শ্রীভক্তিপত্রের ৫৬ বর্ষ চৈত্র ১৪২৫ সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ সূচীতে 'আমার প্রভুর কথা', প্রবন্ধে লেখক শ্রীলভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ভাষণের পরিবর্ত্তে 'শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ লিখিত প্রবন্ধ' এবং প্রবন্ধের ক্রমিক সংখ্যা ৪ থেকে ১২ অবধি সংশোধন করিয়া পড়িতে হইবে।

আসুন! সহজে সংস্কৃত, ভক্তিশাস্ত্রী, ইংরাজী ও মৃদঙ্গ বাদন শিখুন

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহু প্রাচীন ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয় মঠ তথা গৌড়ীয় মিশন। ''গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ'' মিশনের অধীনস্থ একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান রূপে ১৯৩৫ সাল থেকে কার্যরত। ইহা পরাবিদ্যা লাভের একমাত্র পীঠস্থান স্বরূপ। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি যুগোপযোগী রূপ দান দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিশন কর্ত্তৃপক্ষ উহার নাম দিয়েছেন ''গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্‌''। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, দর্শন ও সংস্কৃতিকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে প্রচার ও প্রসারের জন্য মিশন এই উদ্যোগ নিয়েছেন তারই ফলস্বরূপ সংস্কৃত শিক্ষা (**basic & Advance Course**), ভক্তিশাস্ত্রী শিক্ষা, ইংরাজী শিক্ষা ও মৃদঙ্গ বাদন শিক্ষার ক্লাস আগামী ১৫ই মে, ২০১৯ শুরু হচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সহায়তায় এই কার্যক্রমগুলি পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষান্তে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মিশনের তরফ থেকে বিশেষ প্রশংসা পত্র প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্ত্তমানে পঠন ও শিক্ষণরত ক্লাসের বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হলো—

মৃদঙ্গ বাদন	**রবিবার**	**সকাল ১১-১ টা**
	শুক্রবার	**বিকাল ৫-৭ টা**
সংস্কৃত ক্লাস	**মঙ্গলবার**	**বিকাল ৫-৬.৩০ টা**
	বৃহস্পতিবার	**বিকাল ৫-৬.৩০ টা**
	শনিবার	**বিকাল ৫-৬.৩০ টা**
ইংরাজী শিক্ষা	**রবিবার**	**বিকাল ৪-৬ টা**
	সোমবার	**বিকাল ৫-৭ টা**
ভক্তিশাস্ত্রী শিক্ষা	**প্রতিদিন**	**বিকাল ৩-৪টা**

ইচ্ছুক ব্যক্তি অতিশীঘ্র যোগাযোগ করুন— ৯৪৭৭৫৮৭২১৯, ৮০১৭৫৭৩২৫৫

যোগাযোগের সময়—সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ।

মিশনের উক্ত শিক্ষামূলক কার্যে আপনার সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রধান কার্য্যালয়ঃ
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কোলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ ২৫৩৩-৬৪১৮
মো ঃ ৯০৫১৭৮১৪৯৩/৯৪৩৩৩৬৭৩৭৯

গৌড়ীয় মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা মহোৎসব

বিপুল সম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও পরিব্রাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ২৩শে বৈশাখ, মঙ্গলবার ইং ৭ই মে, ২০১৯, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া হইতে ১২ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার ইং ২৭ই মে, ২০১৯ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একবিংশতি দিবস (২১ দিন) ব্যাপী ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা মহোৎসব সংকীর্ত্তন মুখে যথাবিধি উদ্যাপিত হইবেন। প্রতিদু পলক্ষ্যে প্রত্যহ চন্দন লেপন, পুষ্প-শৃঙ্গারাদিসহ ভগবৎ আবির্ভাবাদি তিথি পূজা ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ প্রভৃতি ভক্তাঙ্গ যাজনসহ ভুবনমঙ্গল শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক সাধুমুখ বিগলিত বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথামৃত পান ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা সৌভাগ্য লাভ রূপ আত্মমঙ্গল বরণ করিলে সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার অবকাশ না পাইলে ঐই ভক্তাঙ্গ যাজনে সাধ্যমত চন্দন, ফুল ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য প্রদান করিলে ন্যূনাধিক সাধনফল লাভ হয়।

পাপমোচনী একাদশী
১লা এপ্রিল, ২০১৯

নিবেদক
ত্রিদণ্ডীভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব-পঞ্জী

২৩শে বৈশাখ, ৭ই মে, মঙ্গলবার	—	**অক্ষয় তৃতীয়া।** শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা আরম্ভ।
৩১শে বৈশাখ, ১৫ই মে, বুধবার	—	মোহিনী একাদশীর ব্রতোপবাস।
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮ই মে, শনিবার	—	**শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীর ব্রতোপবাস।** প্রদোষে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের শুভ জন্ম অভিষেক। মাধবী পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল ও সলিল বিহার মহোৎসব। শ্রীশ্রীরাধারমণ জয়ন্তী।
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ২৬শে মে, রবিবার	—	শ্রীধাম পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভৌরী উৎসব।
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ২৭শে মে, সোমবার	—	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা সমাপ্তি দিবস।

দর্শনের সময়—প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত।

বিশেষ আকর্ষণ ঃ

যথাবিধি চন্দন লেপন বহুবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা প্রত্যহ নিত্য নূতন শৃঙ্গার অনুষ্ঠিত হইবেন।

বিঃ দ্রঃ- প্রত্যহ ফুলের শৃঙ্গার ও চন্দন লেপনের ব্যবস্থার জন্য যে সমস্ত শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দ সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থানুকূল্য করিতে চান তাহাদের পূর্ব হইতে নাম লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ জানাই।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/05/2019

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 2471873

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ। (২) চৈতন্য শিক্ষামৃত (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ইংরাজী) (৫) সাধক মৌলিরত্ন (৬) ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৮) গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ৯) গুরুমহারাজের হরিকথা ৩য় খণ্ড। ১০) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) ১১) শ্রীলভক্তগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী ১২) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত। হিন্দি (১) ফিরচোরা গোপীনাথ চরিতামৃত (২) উপাখ্যান মে উপদেশ, ২য় খণ্ড ৩) ভজনগীত (৪) উপদেশামৃত (৫) শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মষ্টীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org